তারিখ ... SEP. 0[illegible] 2006

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

সংবাদ

সিলেট বোর্ডে পাসের হার ৬৫.৪৫%

ধি, সিলেট

াজার ৬৬৭ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়ে জের ২১৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের শতকরা ৬৫ দশমিক ৪৫। বিজ্ঞান গ পাসের হার ৫৯ দশমিক ৩২, ক বিভাগে ৬৪ দশমিক ৬৯ ও বাণিজ্য গ ৭৮ দশমিক ০১ ভাগ। এবারের পরীক্ষায় ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা ভাল ফল করেছে। এবার সিলেট বোর্ডে সেরা ফল এসেছে। ১৫৪ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। গত বছরগুলো থেকে এবারই বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী জিপিও-৫ পেয়েছে। এর মধ্যে বিজ্ঞানে ১৩৮ জন, মানবিকে ৩ জন ও বাণিজ্যে ১৩ জন।

সেরা ফল : সিলেট শিক্ষা বোর্ড ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে অনুষ্ঠিত ৬টি পরীক্ষার মধ্যে এবারই সেরা ফল হয়েছে। বোর্ডের পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, ২০০১-এ পাসের হার ৩০ দশমিক ৬৩, ২০০২-এ ২৮ দশমিক ৬৯, ২০০৩-এ ২৭ দশমিক ৯০, ২০০৪-এ ৪৬ দশমিক ৬৯, ২০০৫-এ ৪৪ দশমিক ৪০ এবং এবার ৬৫ দশমিক ৪৫।

মেয়েরা এগিয়ে : সিলেট শিক্ষা বোর্ডের এবারের ফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য তিন বিভাগেই ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা ভাল ফল করেছে। বোর্ডের পাসের হার ৬৫ দশমিক ৪৫। এর মধ্যে মেয়েদের পাসের হার ৬৬ দশমিক ১৪ ও ছেলেদের ৬৪ দশমিক ৮০। বিজ্ঞান বিভাগে পাসের হার ৫৯ দশমিক ৩২। বিজ্ঞানে মেয়েদের পাসের হার ৬৪ দশমিক ৪৯ ও ছেলেদের ৫৬ দশমিক ৩৯। মানবিক বিভাগে পাসের হার ৬৪ দশমিক ৬৯।

বরিশাল বোর্ডে পাসের হার ৬১.৫০%

প্রতিনিধি, বরিশাল

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ড থেকে ২৫ হাজার ৩১৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিলে তাদের মধ্য থেকে ১৫ হাজার ৫৭২ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৩৯ জন। পাসের হার শতকরা ৬১.৫০ ভাগ।

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, এবারে বাণিজ্য বিভাগের ফল সবচেয়ে ভাল হয়েছে। বাণিজ্য বিভাগে ৭ হাজার ৩৩৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিয়ে ৫ হাজার ১৬৮ জন পাস করেছে, যার গড় হার ৭০.৪৭। এ বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫২ জন। বিজ্ঞান বিভাগে অংশ নেয়া ২ হাজার ৯৬৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১ হাজার ৯৩৪ জন। পাসের হার ৬৫.২৭। বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৬৬ পরীক্ষার্থী। মানবিক বিভাগে ১৫ হাজার ২২ পরীক্ষার্থীর মধ্য থেকে ৮ হাজার ৪৭০ জন পাস করে। এ বিভাগে পাসের হার ৫৬.৩৮। মানবিক বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২১ জন। পরপর দু'বছর ধরে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ফল একই বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে সংশ্লিষ্টরা।

যশোর বোর্ডে পাসের হার ৫৪.৪০

যশোর অফিস

যশোর শিক্ষা বোর্ডের ২০০৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার পাসের হার ৫৪

যশোর : পৃঃ ২ কঃ ৮

যশোর : বোর্ডে

দশমিক ৪০। ২০০৫ সালে পাসের হার ছিল ৬৩ দশমিক ৭০। এবার ৬৬ হাজার ৬৭৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে অংশ নেয় ৬৫ হাজার ৫১১ জন। উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৫ হাজার ৬৩৬ জন। এরমধ্যে ছাত্র ৩৮ হাজার ১৪১ ও ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৭ হাজার ৩৭০। বিজ্ঞান বিভাগে ৭ হাজার ৬২৭ জনের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৫ হাজার ১৪৫ জন। পাসের হার ৬৭ দশমিক ৪৬। মানবিক বিভাগে ৪২ হাজার ২৫৫ জনের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১৯ হাজার ৫৮৮ জন। পাসের হার ৪৬ দশমিক ৩৬। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ১৫ হাজার ৬২৯ জনের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১০ হাজার ৯০৩ জন। পাসের হার ৬৯ দশমিক ৭৬।

উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এবার অতিরিক্ত বিষয় ছাড়াই জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ জন। তারা হলো খুলনা সদরের সরকারি মহিলা কলেজের ইফরাদ তাসনিম (রোল নং-৪০৬১০৪), খুলনা সদরের সরকারি এম এম সিটি কলেজের কামনাশীষ হীরা (রোল নং-৪০৬৫৪২), খুলনা সদরের সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজের মিথুন কুমার পাল (রোল নং-৪০৭০১৩), সাতক্ষীরা সরকারি মহিলা কলেজের মেরিনা রহমান (৪১০৪৬৫), চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের এএসএম রফিকুন নবী (রোল নং ৪১৩১০৪) এবং যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজের তন্দ্রা ঘোষ (৪১৪১৯৬)।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৬৭.৮১

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চলতি বছরের এইচএসসি (ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা), ডিপ্লোমা ইন কমার্স এবং এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফল গতকাল প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৪৫ হাজার ২৬৪ পরীক্ষার্থী। উত্তীর্ণ হয়েছে ৩০ হাজার

কারিগরি : পৃঃ ২ কঃ ৩

কারিগরি : পাসের হার

(১২ পৃষ্ঠার পর)

৬৯২ জন। পাসের হার শতকরা ৬৭ দশমিক ৮১।

এবারের পরীক্ষায় দেশের ৯২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৪২ হাজার ৩৩১ পরীক্ষার্থী এইচএসসি-ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা'য় অংশ নিয়েছে। এদের মধ্যে ২৮ হাজার ৮২৯ ছাত্র ও ১৩ হাজার ৫০২ ছাত্রী অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ২০ হাজার ১০৪ ছাত্র ও ৯ হাজার ৪১৬ ছাত্রী। এ বছরের পরীক্ষায় ২৪৬ শিক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে।

দেশের ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৭১০ পরীক্ষার্থী ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে ৪৯৬ ছাত্র ও ২১৪ ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৫২ ছাত্র ও ১৫৩ ছাত্রী। সে হিসাবে এ বছরের ডিপ্লোমা ইন কমার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণের হারের মতোই বিশাল পার্থক্য তৈরি হয়েছে ছাত্র ও ছাত্রীর পাসের হারে। যেখানে ছাত্র পাসের হার শতকরা ৭০ দশমিক ৯৭ এবং ছাত্রীদের পাসের হার মাত্র শতকরা ১৭ দশমিক ৫ ভাগ। এর মধ্যে এ বছর পরীক্ষায় বহিষ্কার হয়েছে ১ জন।

এ বছর দেশের ৬৪টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ২ হাজার ২২৩ শিক্ষার্থী এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৯৪৪ ছাত্র ও ২৭৯ ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। মোট উত্তীর্ণ হয়েছে ৬৬৭ শিক্ষার্থী। পাসের হার শতকরা মাত্র ৩০। এর মধ্যে ছাত্রদের ক্ষেত্রে পাসের হার ৩০ দশমিক ২৫ এবং ছাত্রীদের মধ্যে পাসের হার ২৮ দশমিক ৩২। এ বছরের পরীক্ষায় বহিষ্কার হয়েছে ১৫ শিক্ষার্থী।

চট্টগ্রামে পাসের হার ৬১.৪৫%

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় এ বছর ৩১ হাজার ৪৩৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ১৯

হার : পৃঃ ২ কঃ ২

হার : চট্টগ্রামে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

হাজার ৩১৬ জন। তার মধ্যে ছাত্র ১০ হাজার ৭১৪ জন এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৮ হাজার ৬০২ জন। এবার পাসের হার হচ্ছে ৬১ দশমিক ৪৫ শতাংশ। গত বছর চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৫৫ দশমিক ০৫ শতাংশ। গতবারের চেয়ে এবার পাসের হার ৬ দশমিক ৪ শতাংশ বেড়েছে। এ বছর চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে রেকর্ড সংখ্যক ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এবার জিপিএ-৫প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ হাজার ৬ জন। এর মধ্যে ৫৭১ জন ছাত্র এবং ৪৩৫ জন ছাত্রী। গত বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৪৮৫ জন ছাত্রছাত্রী। এবছর ৬১ দশমিক ৭৮ শতাংশ ছাত্র এবং ৬১ দশমিক ০৪ শতাংশ ছাত্রী পাস করেছে।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীন ১৬৮টি কলেজের ৩১ হাজার ৭৫৬ জন ছাত্রছাত্রী এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩১ হাজার ৪৩৫ জন। অবশিষ্টদের মধ্যে ৩২১ জন পরীক্ষা দেয়া থেকে অনুপস্থিত থাকে। স্থগিত থাকে ১৩ জন এবং বহিষ্কৃত হয় ৩৬ জন ছাত্রছাত্রী।

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অন্যান্য জেলার চেয়ে এবার চট্টগ্রাম মহানগরীতে পাসের হার তুলনামূলক বেড়েছে। এবার চট্টগ্রাম মহানগরীর কলেজগুলোতে পাসের হার ৬৮ দশমিক ৬৯ শতাংশ। যা গতবারের চেয়ে ৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ বেশি। সেবার নগরীর কলেজগুলোতে পাসের হার ছিল ৬৪ দশমিক ৩১ শতাংশ। এবার চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীন জেলাগুলোর কলেজগুলোতে পাসের হার ৫২ দশমিক ১৯ শতাংশ। গত বছরও একই ধরনের পাসের হার ছিল। তবে মহানগর ও জেলার যৌথ হিসাবে এবার পাসের হার অনেকাংশে বেড়েছে। এবার চট্টগ্রাম মহানগর ও জেলার কলেজগুলোতে পাসের হার ৬২ দশমিক ৫৯ শতাংশ। যা গত বছরের চেয়ে ৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ বেশি। সেবার চেয়ে ৬ দশমিক ৪৬ [illegible]